ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৫৮৭
আগরতলা,২৮ আগস্ট,২০২৫

## টিবিমুক্ত ভারত অভিযান বিষয়ে পশ্চিম জেলায় বৈঠক অনুষ্ঠিত

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীলের সভাপতিত্বে 'জন জন কা রাখে ধ্যায়ান টিবি মুক্ত ভারত অভিযান' বিষয়ক এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ বিষয়ে দিল্লি থেকে আসা সার্ভে টিমের প্রতিনিধিদের মধ্যে সভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় টিবি নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল বিশেষজ্ঞ ড. ভবানী সিং কুশওয়াহা, হু-এর পরামর্শদাতা ড. গৌতম বড়গোহাইন, নিক্ষয় মিত্রর জাতীয় পরামর্শদাতা ড. ডি. ধর্মারাও এবং জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ গঙ্গাধর দাস (কেন্দ্রীয় টিবি ডিভিশন)। এছাড়া সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলার প্রতিটি ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ, বিডিওগণ, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য সদস্যাগণ, পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. বিশাল কুমার, পশ্চিম জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. রঞ্জন বিশ্বাস এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকগণ।

সভায় তথ্যচিত্রে নিক্ষয় মিত্রের মাধ্যমে জাতীয় যক্ষ্মা নির্মূল কর্মসূচিগুলি তুলে ধরা হয়। এই কর্মসূচিতে ২০২৫ সালের মধ্যে সারা ভারতকে যক্ষ্মা রোগ মুক্ত ভারত অভিযান কর্মসূচি সারা ভারতের সাথে ত্রিপুরাতেও ১০০ দিনের প্রচার অভিযান শুরু হয়। সেইসাথে পশ্চিম জেলাতেও এই অভিযান চলছে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে প্রতিটি জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, স্বাস্থ্যকর্মীগণ, দুঃস্থ যক্ষ্মা রোগীদের যক্ষ্মারোগ মুক্ত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই রোগীদের পুষ্টিকর খাবার, ওষুধপত্র সরবরাহ করা এবং তাদের মানসিক শক্তি যোগানোর কাজ করা হয়। তথ্যচিত্রের মাধ্যমে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়।

সভায় এ বিষয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল বলেন, আগামী ৯ সেপ্টেম্বর যক্ষ্মারোগ মুক্ত ভারত অভিযানের ৩ বছর পূর্তি হবে। তিনি বলেন, পশ্চিম জেলাকেও যক্ষ্মা রোগ মুক্ত করার কাজ চলছে। সকলে মিলে কাজ করলে পশ্চিম জেলাকে টিবি রোগ মুক্ত করা যাবে বলে সভাধিপতি আশা প্রকাশ করেন।

পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার সভায় বলেন, একটি পরিবারের কারোর যদি যক্ষ্মারোগ হয় একে সারিয়ে তোলা আমাদের সকলের সামাজিক কর্তব্য। সুতরাং টিবি রোগীদের অবহেলা নয়, তাদের বন্ধু হয়ে তাদের এই রোগমুক্ত করতে হবে। পোলিওর মতো টিবি রোগও আমরা আমাদের দেশ থেকে নির্মূল করতে চাই। এজন্য সকলের আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন।

*****